চুয়াডাঙ্গায় জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৭৭ জন নামে সদর থানায় মামলা

চুয়াডাঙ্গায় ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনা জাহান খুশবু বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

এ মামলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোহাইমেন হাসান জোয়ার্দ্দার অনিককে প্রধান আসামি করে ৭৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অজ্ঞাত আরও ১৪০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে অন্যতম আসামিদের মধ্যে রয়েছেন-চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. জানিফ, সাবেক সহ-সভাপতি শাহাবুল হক, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু, সাবেক পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, ছাত্রলীগ নেতা সোয়েন রিগান, ইমদাদুল হক আকাশ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গত ৪ আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় আন্দোলনে নামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

এসময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র রাম দা, হাতকুড়াল, হকিস্টিক ও জিআই পাইপ দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। ওই সময় তাদের আঘাতে তিন নারী শিক্ষার্থী মারাত্মকভাবে জখম হন। পরে তারা ককটেল বিষ্ফোরণ করে চলে যায়। এ ঘটনার প্রায় দুই মাস পর চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করলেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী হাসনা জাহান খুশবু।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় একটি মামলা রেকর্ড হয়েছে।

দ্রুতই আসামিদের গ্রেফতার করা হবে বলে তিনি জানান।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলায়মান গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে এজাহার ভুক্ত আসামী ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলায়মানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চলায় দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামে।

এ সময় পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি এজাহার ভুক্ত আসামি আফছার আলীর ছেলে সোলায়মানকে (৫২) গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য গত ২৬ আগষ্ট দর্শনা পরানপুর গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলাম রবি বাদি হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবুসহ আওয়ামীলীগের ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ মামলায় এজাহার ভুক্ত আসামী সোলায়মানকে গ্রেফতার করে।

আজ বৃহস্পতিবার তাকে এ মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায়

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৫ জন আটক

মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৫ জনকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে খোরশেদ আলমের দায়েরকৃত চাঁদাবাজি মামলায় আসামীদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের (সাবেক) সভাপতি মহাজনপুর গ্রামের আ:সাত্তারের ছেলে হেলাল উদ্দীন লাভলু, বিশ্বনাথপুর গ্রামের আইয়ুব আলী ছেলে আব্দুস সালাম, একই গ্রামের মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাহালুল ইসলাম, দারিয়াপুর গ্রামের মৃত আমিন উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম এবং কোমরপুর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক ভটু।

ভুক্তভোগী খোরশেদ আলম ২৭ জনের নাম উল্লেখসহ আরো অজ্ঞাতনামা ২০-২৫ জনকে আসামি করে ২ তারিখ বুধবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোপালপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের বামনপাড়া বাজারে রফিক কার ওয়াশ ও ভলকানাইজিং ওয়ার্কসপ ছিল। টাকার প্রয়োজনে ওয়ার্কসপটি গত এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে খোরশেদ আলম বামন পাড়া গ্রামের মৃত মোকসেদ মির এর ছেলে মারুর নিকট ১৮ লাখ টাকায় বিক্রি করে। এই বিষয়টি আসামিগণ জানতে পেরে গত এপ্রিল মাসে ৩০ তারিখ আনুমাসিক রাত আটটার দিকে মামলায় উল্লেখিত আসামিগণ সহ আরো ২০-২৫ জন অজ্ঞাতনামা লোক বিভিন্ন দেশিও অস্ত্র ও অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্র সহ খোরশেদ আলমের বাড়িতে ঢুকে তাকে ঘিরেধরে হত্যার হুমকি দিয়ে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। প্রাণ ভয়ে খরশেদ আলম ঘরে থাকা ৫ লক্ষ টাকা আসামিদের দিয়ে দেয়। ৫ লক্ষ্য টাকা পেয়ে আসামিগণ এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ না করলে তাকে খুন করা হবে বলে হুমকি প্রদান করে চলে আসে। সেই সময় ঘটনার বিষয়ে খোরশেদ আলম মুজিবনগর থানায় এটি অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত কারণে অভিযোগটি গ্রহণ করেনি। একথা

জানতে পেরে পুনরায় আসামিগণ খোরশেদ আলম কে হত্যার হুমকি দিলে তিনি প্রান ভয়ে আদালতেও মামলা করেনি। বর্তমানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ার কারণে ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এই মামলা দায়ের করেন বলে তিনি প্রতিবেদক কে জানান।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম জানান, খোরশেদ আলমের দায়েরকিত মামলায় অভিযান চালিয়ে এজাহার ভুক্ত আসামীদের গ্রেফতার করে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতার করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের সুপারিশেই মাদার গ্রেফতার হয়নি

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশ থাকায় অনলাইন জুয়ার গডফাদার মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টারকে পুলিশ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন সরাসরি অনলইন জুয়াড়ীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিতেন বলে তিনি অনেককেই গ্রেফতার থেকে বাঁচিয়েছেন। তার অন্যতম মাদার আলী। মেহেরপুর প্রতিদিনে তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময় তাকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি বীরদর্পে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।

এনিয়ে ওই সময় পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলেও তা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন অনেক কর্মকর্তা। পুলিশের এক কর্মকর্তা অনলাইন জুয়ার দুর্গে অভিযান চালানোর ওই সময় মেহেরপুর প্রতিদিনকে এমনটি জানিয়েছিলেন। জেলা পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সরাসরি পুলিশ সুপারকে ফোন করে মাদার মাস্টারকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণে পুলিশের কাছে দেওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টের জবানবন্দীতে মাদার মাস্টারের নাম থাকলেও পরে সে নাম কেটে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে তিনি আরও বলেছিলেন, মাদার আলী মহাজনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমাম

হোসেন মিলুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমাম হোসেন মিলু মুলত অনলাইন জুয়ার মূল পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের ডান হাত। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে মাদার আলী মিলুকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগীতা করতেন। সবসময় মিলুর পাশাপাশি থাকতেন। এরকম বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হতেও দেখা গেছে। এমনকি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পাশে দাড়িয়েও অনেক ছবি তাকে ফেসবুকে দিতে দেখা গিয়েছে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মাদার আলীকে পুলিশ গ্রেফতার না করলেও তার ছেলে দেশের অনলাইন জুয়ার সেকেন্ড ম্যান খ্যাত মোস্তাক নাহিদ অনিককে দুই সহযোগীসহ পুলিশ ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আটক করে।

অনিককে আটকের পর পুলিশ জানিয়েছিল, অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক্স বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বও মেহেরপুর প্রতিদিন ‘মাদার-নুরুল-জামান-মুকুল অনলাইন জুয়ার গডফাদার’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদের পরপরই মাদার আলী মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে ছুটে আসেন। প্রথমদিকে অনলাইন জুয়ার কথা অস্বীকার করলেও এক পর্যায়ে স্বীকার করেন তিনি অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন।

কে এই মাদার আলী
মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডান হাত মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ট

সহচর ছিলেন মাদার আলী। ছোট একটা চাকরি করলেও কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে তার ছেলে পুলিশের কাছে আটক হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

দুই বছর আগে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের মধ্যে ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পুলিশ গ্রেফতার করলেও এই চারজনের কাউকেই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি।

তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো মাদার আলীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তার বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলমের সাথে সম্প্রতি যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের ব্যাপারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তাদের তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে। যে কোন সময় তাদের গ্রেফতার চালানো হবে।

সাবেক এমপি খোকন ও সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকারের নামে চাঁদাবাজি মামলা

পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবী ছিলো গাংনী থানার তৎকালিন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার, সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনসহ অন্যান্য আসামিদের। ভিকটিম এসব আসামিদের হাতে ২ লাখ টাকা চাঁদা দিয়েও মুক্তি পাননি। ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকার দাবিকৃত ৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ভিকটিমকে শারীরিকভাবে নির্যাতনসহ ক্রস ফায়ারের হুমকি ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে চালান দেন কোর্টে।

ঘটনার পাঁচ বছর পর গাংনী পৌরসভার চৌাগাছা গ্রামের ভিকটিম মনিরুজ্জামান(৪৪) বাদী হয়ে বিজ্ঞ আমলী আদালত, গাংনীর বিচার জাহিদুর রহমানের আদালতে ২১ জনকে আসামি করে ধারা ৩৬৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/১১৪/৫০৬(২০) পিসি একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলায় অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হক, এসআই বখতিয়ার, এসআই ইসরাফিল হক এসআই নারদ কুমার, এএসআই শরীফুল ইসলাম, এএসআই রেদওয়ানুল হক, ডিএসবির কনস্টেবল বজলুর রহমান, চৌকিদার মো: শামীম, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা আইতাল হক, আব্দুর রশিদ, গাংনী শহরের আব্দুল খালেক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌগাছা গ্রামের মজিরুল ইসলাম মিয়া, নিশিপুর গ্রামের আব্দুল কাদের, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকার রাজনুল হক, শিমুলতলা গ্রামের আকছেদ আলী, কাজিপুর গ্রামের মো:স্বপন আলী, মো: ঝন্টু, ও মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

বাদী মনিরুজ্জামানের মামলার এজাহােও জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪ টার সময় বাদি গাংনী উপজেলা শহরের আব্দুল মালেক ফল ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসময় আসামি চৌকিদার মো: শামীম আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের অফিসে যায়। আমি সেখানে পৌছানো মাত্রই ১২ থেকে ২১ নং আসামিরা আমাকে চড় থাপ্পর মারতে থাকেন। এসময় তারা বলেন ৫ লাখ টাকা

চেয়েছিলাম। এখনো পরিশোধ করিসনে কেনো। পরে আমার পরিবারের লোকজনকে ৯ নং আসামি ডিএসবি কনেস্টবল বজলুর রহমান আমার বাড়িতে খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন ১ লাখ টাকা নিয়ে মোশাররফ হোসেনের অফিসে আসেন। এসময় তিনি আরও টাকা দাবি করেন। তাদের দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে গাংনী থানার এস আই আব্দুল হকের নেতৃত্বে ৬/৭ জন পুলিশ এসে আমাকে আটক করে থানায় নেন। পরে তৎকালিন ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকারের অফিস কক্ষে আমাকে চোখ বেঁধে ও পিচ মোড়া করে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে মারপিট করতে থাকে।

এসময় ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ৫ লাখ টাকা না দিলে আজ রাতেই তোকে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করবো। এক পর্যায়ে চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে মাঠে নিয়ে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে অকথ্য নির্যাতনের ফলে রাত আনুমানিক ১ টার দিকে আমার খালার কাছ থেকে ও মায়ের স্বর্ণালংকার বিক্রির দুই লাখ টাকা দিই। তারপরেও আমাকে না ছেড়ে দিয়ে বাকি দুই লাখ টাকা না পেয়ে আমাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা ঘটনা সাজায়। পরে একটা সার্টারগান ও বিস্ফোরক আইনে অন্য দুটি মিথ্যা মামলা দিয়ে পরের দিন আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাগুলো এখন আদালতে বিচারাধীন। এসব মিথ্যা মামলার ফলে আমার শারীরিক ও মানষিক ক্ষতি হয়েছে। এতোদিন পরিস্থিতি অনুকুলে না থাকায় মামলা করার সাহষ পাইনি।

মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, বিজ্ঞ বিচারক আমাদের আরজি শুনে খুশি হয়ে গাংনী থানা পুলিশকে মামলাটি নথিভ’ক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম

নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক এমপি নায়েব আলী ৪ দিনের রিমান্ডে

ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দারকে দুটি মামলায় চারদিন করে রিমান্ড মিঞ্জুর করেছে আদালত।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির করা হয়। সেসময় আদালতের বিচারক রুমানা আফরোজ এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শহরের আরাপপুর জামতলা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্ত্◌ার করে এবং। রাতেই তাকে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ জানান, জেলা বিএনপির দলীয় কার্য্যালয় ও দলের সভাপতির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ১৯ ও ২৪ আগস্ট সদর থানায় দুটি নাশকতার মামলা হয়। সেই মামলায় এক নম্বর আসামি নায়েব আলী জোয়ারদার।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন জানান, আমরা সকালে সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ারদারকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছিলাম। কিন্তু আদালত দুই মামলায় চারদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তবে পৃথকভাবে চারদিনের পরিবর্তে একই সঙ্গে চারদিন জিজ্ঞাসাবাদ চলবে।

কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ দুজনের নামে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলজার হোসেন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমানের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনীর আমলি আদালতে আরজান আলী বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বাদি আরজান আলী আসামি বজলুর রহমানের ভাই।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১৮ সালে আসামিরা বাদীর কাছ থেকে ২লাখ টাকা চাঁদা দাবী কে। চাঁদা না দিলে রাজনৈতিক বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেবার হুমকি প্রদান করে। বাদি চাঁদার টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে যোগসাজস করে গাংনী থানায় মামলা বাদিকে ৩১ নম্বও আসামি করে ওই সময় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বও জি আর নং ২৯০/১৮। মামলার পর পুলিশ বাদিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। ওই সময় বাদির পরিবারকে নানা হুমকি দিয়ে আসামিরা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা আদায় করে। পরে জামিনের নামে বাদির ছেলে বিপ্লবের কাছে থেকে আরও ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে আসামিরা। এখানেই শেষ নয়। মামলা নিষ্পত্তি করে দেওয়ার নাম করে পুনরায় আর এক লাখ টাকা আদায় করে আসামিরা।

বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে সুবিচারের আশায় বাদি ঘটনার চার বছর পর এ মামলা দায়ের করেন।

ঝিনাইদহে নাশকতা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেফতার

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ মামলায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম কে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে সদর উপজেলার মহিষাকুন্ডু এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত রেজাউল করিম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে। এ ছাড়াও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল আলম এর ছোট ভাই।

ঝিনাইদহ র্যাবের মেজর নাঈম আহমেদ জানান, নাশকতা মামলার আসামী রেজাউল মহিষাকুন্ডু এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। দুপুরে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়। রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, সরকারি চাকুরী দেওয়ার কথা বলে মানুষের সাথে প্রতারনা করাসহ বহু অভিযোগ ও মামলা রয়েছে বলেও জানায় র্যাব।

মেহেরপুরে সাবেক আমীরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মামলার

আসামি ২৩

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাজি ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজি গোলাম রসুলকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে এক শ থেকে দেড়শ জনকে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামায়াতের সাবেক আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের ছেলে তাওফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪(১)(২) উপধারা (১)/৫(১) তৎসহ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন আদালতের বিচারক শারমিন নাহার মেহেরপুর সদর থানাকে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, বড়বাজার এলাকার যুবলীগ নেতা কাজল দত্ত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বারিকুল ইসলাম লিজন, নীলমনি সিনেমা হলপাড়ার যুবলীগ নেতা মাহাবুব হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হোসেন, মল্লিকপাড়া এলাকার যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন, শাহাজিপাড়ার সজল হোসেন, পন্ডেরঘাট এলাকার বায়োজিদ হোসেন, স্টেডিয়ামপাড়ার তুফান আলী, গোভীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের জুয়েল রানা, শহরের পিয়াদাপাড়া এলাকার তৌহিদ হোসেন, চক্রপাড়ার নাসির হোসেন, গোরস্থান পাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ, নতুনপাড়ার রাজীব হোসেন, বামনপাড়ার দরুদ আলী মেম্বর, বন্দর গ্রামের মোমিন আলী, একই গ্রামের আলতাব হোসেন মহুরি, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের সাজু, একই গ্রামের সামিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী বোসপাড়ার নিসান সাবের ও লর্ড মার্কেট এলাকার আসলাম খান পিন্টু।

বাদী তার মামলার আরজিতে লিখেছে, আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ, দা, শাবল, ধারালো হাঁসুয়া, ছিপদা, রামদা, পেট্রোল বোমা ও পেট্রোল সহ সহ নানা প্রকার দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে

পাবো।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আমরা এর আগেও এই মামলাটি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ আনুকুলে না থাকায় মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হয়নি। এখন পরিবেশ সৃস্টি হওয়ায় এই আলোচিত মামলাটি করা হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো।

এদিকে তৎকালীন জেলা জামায়াতের আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিন বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি ঘরে আগুন জালিয়ে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার।